সংবাদ

6 FEB 2013
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

গ্রাম-গ্রামান্তরে

শিক্ষার বারোটা বেজেছে

রুকুনউদ্দৌলাহ

লিক পরীক্ষায় পাসের হার বেড়েছে। সংখ্যক শিক্ষার্থী এখন এ+ পাচ্ছে। নকল না। এক কথায় শিক্ষা ব্যবস্থায় একটা কারী পরিবর্তন এসেছে। এ ধরনের আরও ক কথায় কেউ কেউ আত্মতৃপ্তির ঢেঁকুর ছেন। কিন্তু শিক্ষার যে বারো বেজে তেরোয় । কুলছে তা ঢেঁকুর তোলাওয়ালারা কি নন? একবারও কী খোঁজ নিয়ে দেখেছেন ? তলে অবস্থাটা কি হচ্ছে? ইতোমধ্যে যা ছে তা কাটিয়ে উঠতে বহু সময় লাগবে। এ ধারা যদি অব্যাহত থাকে তাহলে জাতি বে এক গভীর অন্ধকার খাদে। যেখান থেকে আসা সহজ হবে না। কারণ শিক্ষা ব্যবস্থায় ক্ষতি হয় তাহলে জাতির সবকিছু ধ্বংস । যায়। কেন্দ্র অদৃশ্য হাতের ছোঁয়ায় এসব ছে তা আল্লাহই মালুম। যা কিছু কার্যকর ছে তার কোন সরকারি সার্কুলার নেই, নীতি- নির্দেশের মৌখিক কোন নির্দেশ নেই, অথচ এ অতিকর কাজটি হয়েই যাচ্ছে।

একটু নিচে নেমে ঘুরলে শিক্ষা ব্যবস্থার চিত্র পাওয়া যাবে। নিচে বলতে তৃণমূল স্তরের কথা বলছি। এ স্তরে প্রকৃত অবস্থা ভুক্তভোগী হয়ে যেতে হবে। যারা সরকার চান, যাদের হাতে মন্ত্রণালয় তারা কী এসব জানে না? তারা কী ভিনগ্রহের মানুষ। প্রকৃত তারা তাদের চোখের সামনে তুলে ধরার অথবা নে পৌঁছানোর কোন ব্যবস্থা কী নেই?

এ বিষয়ে একজন অভিজ্ঞ শিক্ষক এক ভিভাবকের সঙ্গে তার অভিজ্ঞতা এভাবে ব্যক্ত রলেন : শিক্ষকের সঙ্গে ওই অভিভাবকের বা হলে শিক্ষকমহোদয় অভিভাবকের কাছে নতে চান তার ছেলেটি পড়াশোনা কেমন রছে।

অভিভাবক বলেন, দেখছি তো ভালো। স্কুল াইনাল পরীক্ষায় এ+ পেয়েছে।

শিক্ষক বললেন, এ+ রাখেন তো। ওসব এ+ ানের কোন মূল্য আছে? পড়াশোনা নিয়মিত রছে কিনা তাই বলেন।

সেখানে ছিলেন অন্যরা। একজন জানতে াইলেন, মাস্টার সাহেব আপনি শিক্ষক হয়ে এ থা বললেন কেন? এ+, গোল্ডেন এ+ সবতো নপনারা দেন।

শিক্ষক বললেন, এ+ এর কাহিনি শুনবেন?

সবাই শোনার আগ্রহ প্রকাশ করলেন।

শিক্ষক হিসেবে আমার মুখে এ কথা নীয় না। তবু বলি শোনেন। পরীক্ষার নামে হচ্ছে তাতে পরীক্ষা নেয়ার কোন যুক্তিই নেই। খাতা দেখার আগে বলে দেয়া হচ্ছে কেউ যেন ফেল না করে। লিখলে তাকে নম্বর দিতেই হবে। তা প্রশ্নের সঙ্গে মিল থাকুক আর না থাকুক। আমি এসএসসি পরীক্ষার একজন পরীক্ষক। খাতা দেখে প্রধান পরীক্ষকের কাছে খাতা জমা দিতে গেছি। ওইদিন জমা একজন পরীক্ষককে প্রধান পরীক্ষক ডেকে পাঠান। তিনিও এসেছেন। প্রধান পরীক্ষক ডেকে পাঠানো শিক্ষককে একটি খাতা বের করে এগিয়ে দিয়ে জানতে চাইলেন, এ লেখাটার জন্য কোন নম্বর দেননি কেন?

শিক্ষক বলেন, তিনি উত্তর না দিয়ে প্রশ্নটা আমাকে দেখাতে বলেন। প্রধান পরীক্ষক আমাকে প্রশ্নের উত্তরটা দেখতে বলে নম্বর দিতে বললেন। আমি দেখে প্রধান শিক্ষককে বললাম এবার আপনি দেখে নম্বর দেন।

প্রধান পরীক্ষক বললেন, সমস্যাটা কি?

আমি বললাম, প্রশ্নের উত্তর হয়নি, অন্য প্রসঙ্গে লিখেছে। তাও সঠিক হয়নি।

প্রধান পরীক্ষক বললেন, কত পাতা লিখেছে?

আমি বললাম, তিন পাতা লিখেছে। প্রধান পরীক্ষক তখন খাতাটা নিয়ে পাঁচ নম্বর দিলেন। আমি জানতে চাইলাম, এ কেমন হলো। প্রধান পরীক্ষক বললেন, লিখেছে তো। প্রশ্নে অ্যাটেন্ড করার জন্য তাকে নম্বর দিতে হবে এমন নির্দেশ আছে। তাছাড়া একটি ছেলেকে ফেল করিয়ে আমাদের লাভ কি?

আমি বললাম, প্রশ্নে অ্যাটেন্ড করার কথা বলছেন; কিন্তু পরীক্ষার্থী তো প্রশ্নে অ্যাটেন্ড করেনি। প্রশ্নের উত্তর লিখতে গিয়ে যদি ভুল লিখতো তাহলে না হয় বুঝতাম তার প্রশ্নটি সম্পর্কে ধারণা আছে। এর তো তাও নেই।

আরেক পরীক্ষকের কথা জানি। তিনি খাতা দেখে প্রধান পরীক্ষকের কাছে জমা দিয়েছেন। প্রধান পরীক্ষক একটি খাতা বের করে পরখ করে তাকে বললেন, সব খাতায় কি এভাবে কম নম্বর দিয়েছেন?

এই শিক্ষক বললেন, কম নম্বর দেব কেন? যতটুকু লিখেছে ততটুকু নম্বর দিয়েছি।

প্রধান পরীক্ষক তাকে বললেন, খাতা নিয়ে পুনরায় নম্বর দেন। কম নম্বর দিলে হবে না।

ওই পরীক্ষক বেশ তেড়া গোছের। তিনি বললেন, প্রধান পরীক্ষক হিসেবে আপনার ক্ষমতা আছে। যা পারেন আপনি তত নম্বর ঢেলে দেন। আমি কোন অযোগ্য পরীক্ষার্থীকে এভাবে নম্বর দিতে পারব না।

প্রধান পরীক্ষক তাকে বললেন, এমন করলে কিন্তু আপনার এক্সটেনশন পাবেন না।

দৃঢ়তার সঙ্গে পরীক্ষক বললেন, তাতে আমার বিন্দুমাত্র আপত্তি নেই।

পরে জেনেছি ওই পরীক্ষককে পরের বছর আর পরীক্ষক করা হয়নি।

কথা বহু আছে। এক পরীক্ষক প্রধান পরীক্ষকের দৃষ্টিতে কম নম্বর দিয়েছিলেন বলে পরীক্ষককে বলেছিলেন, আপনি বেশি নম্বর পাওয়ার মতো করে লেখেন দেখি আপনার যোগ্যতা কতটুকু। প্রধান পরীক্ষকের তারা উচিত ছিল কেউ 'তাইরে নারে না' পর্যন্ত গান গাইতে না পারলেও অন্য কেউ গাইলে ভালো না হচ্ছে না খারাপ হচ্ছে তা বলতে পারে। এতটুকু মূল্যায়নের জন্য কাউকে শিল্পী হতে হয় না।

এভাবে পরীক্ষায় মেধার মূল্যায়ন না হওয়ায় অযোগ্য ছাত্ররা মেধাবী ছাত্রের স্বীকৃতি নিয়ে বের হচ্ছে। যার কারণে আজ এ+ অথবা গোল্ডেন এ+ এর ছড়াছড়ি। এসব মেধাবী মুখের দুয়েকজনকে পাঠকের সামনে হাজির করলেই সবাই বুঝতে পারবেন পরীক্ষার নামে কী হচ্ছে।

যশোরের একটি বেসরকারি কারিগরি কলেজের এক এ+ প্রাপ্ত ছাত্র শারীরিক কারণে টিউটরিয়াল পরীক্ষা দিতে পারবে না। সে এ বিষয়ে কলেজ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করলে কর্তৃপক্ষ তাকে দরখাস্ত দিতে বলে। সেই ছাত্রটি দরখাস্ত লিখতে গিয়ে পড়লো দারুণ বেকায়দায়। এ+ প্রাপ্ত ছাত্রটি পড়ে কলেজে। অথচ দরখাস্ত লেখা শুরু করলো মাননীয় প্রধান শিক্ষক বলে। সে জানে না কলেজে প্রধানকে অধ্যক্ষ বা প্রিন্সিপাল বলা হয়। শুধু কী তাই। দরখাস্তে যা লেখে তার কোন ভাব ভাষা বানান কিছুই হয়নি। এই এ+ ছাত্র নিয়ে যদি আমরা অহঙ্কার করি যদি শিক্ষার গুণগতকারী পরিবর্তন হয়েছে বলে আত্মতৃপ্তিতে গদগদ হই তা হলে বলার কিছুই নেই। তবে এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, শিক্ষার গুণগতকারী পরিবর্তন হয়েছে ঠিকই কিন্তু সেটা উর্ধ্বগতির পরিবর্তন না, অধঃগতির পরিবর্তন।

আর একটি ঘটনার কথা বলি। সম্প্রতি যশোর শহরের আবদুর রাজ্জাক কলেজে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল মুক্তিযুদ্ধ উৎসব। ১৯টি স্কুল-কলেজের মেধাবী ছাত্রছাত্রীরা মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক কুইজে অংশ নেয়। এ কুইজে ভয়ঙ্কর কিছু বিষয় উঠে এসেছে : অনেক ক্ষেত্রে তা হাস্যরসের সৃষ্টি করেছে। প্রশ্ন ছিল বাংলাদেশে কোন পদ্ধতির সরকার ব্যবস্থা চালু আছে। তারা উত্তর দিয়েছে – ডিজিটাল পদ্ধতির সরকার।

প্রশ্ন : জাতীয় সংসদ ভবনের স্থপতির নাম কি?

উত্তর : লুই খান।

প্রশ্ন : বাংলার বাঘ কাকে বলা হয়?

উত্তর : সাকিব আল হাসানকে।

প্রশ্ন : স্বাধীন বাংলা ছাত্র পরিষদের একজন নেতার নাম লেখ।

উত্তর : শাহিন চাকলাদার।

প্রশ্ন : মুজিবনগর সরকারের উপদেষ্টা পরিষদের একজনের নাম লেখ।

উত্তর : শেখ মুজিবুর রহমান।

প্রশ্ন : মুক্তিবাহিনীর হাইকমান্ডের একজনের নাম লেখ।

উত্তর : শেখ মুজিবুর রহমান।

প্রশ্ন : ১৬ ডিসেম্বর পাকিস্তান বাহিনী আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানে মুক্তিবাহিনীর প্রতিনিধি করেন কে?

উত্তর : শেখ মুজিবুর রহমান।

প্রশ্ন : 'মোরা একটি ফুলকে বাঁচাবো বা যুদ্ধ করি' গানের রচয়িতা কে?

উত্তর : শেখ মুজিবুর রহমান।

প্রাইমারি স্তরের লেখাপড়ার কথা এ সত্য। পাস করছে কিন্তু কিছু জানছে না। হা শিক্ষায় সেরা উপজেলাকে পুরস্কৃত করা হচ্ছে আর এ পুরস্কারটা গর্বের সঙ্গে গ্রহণ করা উপজেলা চেয়ারম্যানরা। এর সুফলের চে কুফল হচ্ছে বেশি। পুরস্কারটা পাওয়ার লো চেয়ারম্যানরা শিক্ষকদের বলে দিয়ে সমাপনী পরীক্ষায় কেউ যেন ফেল করে বাস সবাই পাস করছে। আর পুরস্কারটা হচ্ছে শতভাগ পাসের স্কুলকে।

এই পাস করা এক ছাত্র এবার স পরীক্ষা দিতে যাচ্ছে। পরীক্ষার আগের রাতে পড়াশোনা করেছে। পড়িয়েছে তার গৃহশিক্ষ আশ্চর্যজনক ব্যাপার হলো এই ছাত্রটি পরী দিতে যাওয়ার সময় তার মাকে জিজ্ঞাসা আজ কী পরীক্ষা।

মা অগ্নিমূর্তি হয়ে ছেলেকে ওধায় তুই রাতে কি পড়েছিলি?

উত্তরে ছেলেটি বলে তাতো আমার নেই।

অবিশ্বাস্য শোনা গেলেও সত্য ঘটনা এবং আরও অবিশ্বাস্য হলো এ অ মেধাবী (!) ছাত্রটি সমাপনী পরীক্ষায় করেছে। সে যে উপজেলা থেকে পরীক্ষা সেই উপজেলা চেয়ারম্যান এসব মে ছাত্রকে পাসের কৃতিত্ব দেখিয়ে পুরস্কার গদগদ হচ্ছে। শিক্ষার বারো বাজলে তার কী। বুক ফুলিয়ে বলা তো যাচ্ছে আমি এ পাসের উপজেলার চেয়ারম্যান।